# সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থা
## (AIPSO)
## পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি

**প্রেস বিবৃতি**
**১৩ জুলাই ২০১৭**

**চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের স্বৈরাচারী ফতোয়ার প্রতিবাদ**

বিশ্বখ্যাত অর্থনীতিবিদ এবং নোবেলজয়ী অধ্যাপক অমর্ত্য সেনকে নিয়ে নির্মিত 'দি আর্গুমেনটেটিভ ইন্ডিয়ান' শীর্ষক তথ্যচিত্র সম্পর্কে কেন্দ্রীয় চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের স্বৈরাচারী ফতোয়ার তীব্র নিন্দা করছে সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার (এ আই পি এস ও) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি। সুমন ঘোষ পরিচালিত এই তথ্যচিত্রে অধ্যাপক সেনের সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী বক্তব্যকেই কার্যত কাটছাঁট করতে বলেছে বিজেপি-সরকার নিযুক্ত সেন্সর বোর্ড। সংবাদ মাধ্যমে প্রচারিত পরিচালকের বক্তব্য অনুযায়ী, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদের উচ্চারিত অন্তত চারটি শব্দ বাদ দিতে বলা হয়েছে, যেমন, 'গোরু', 'গুজরাট', 'ভারত সম্পর্কে হিন্দুত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গি', 'হিন্দু' ভারত। তথ্যচিত্রের পরিচালক এই ফতোয়া মানতে রাজি হননি।

এ আই পি এস ও রাজ্য কমিটি মনে করে, সেন্সর বোর্ডের এই মনোভাব অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের মতো ব্যক্তিত্বের প্রতি অমর্যাদাসূচক। মোদী সরকার ক্ষমতায় বসার পর থেকে হিন্দুত্ববাদী শক্তি কীভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে সর্বস্তরে ফতোয়ারাজ চালু করতে চাইছে, এঘটনা তারই প্রমাণ। সেন্সর বোর্ডকে এভাবে বিভাজনের রাজনীতির স্বার্থে অপব্যবহার করা যেতে পারে না।

অবশ্য অধ্যাপক সেন সম্পর্কে সেন্সর বোর্ডের এ আচরণ কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। ধর্মনিরপেক্ষ অবস্থানে অটল থাকার কারণে অধ্যাপক সেন বেশ কয়েক বছর ধরেই বি জে পি এবং সঙ্ঘ পরিবারের শীর্ষস্থানীয়দের আক্রমন ও অপপ্রচারের লক্ষ্যবস্তু। সাম্প্রদায়িক শক্তির সমালোচনা করায় দিনকয়েক আগে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির নেতা-নেত্রীরাও অশালীন ভাষায় অধ্যাপক সেনকে আক্রমণ করেন।

অধ্যাপক সেনের মতো আন্তর্জাতিকস্তরে বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের সঙ্গে এই ধরণের বেপরোয়া অশালীন আচরণের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক স্বৈরাচারীরা আসলে ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে সমস্ত কণ্ঠকে সন্ত্রস্ত করতে চাইছে।

শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সকল ব্যক্তি ও সংগঠনকে এর প্রতিবাদে এগিয়ে আসতে হবে ও বিরোধিতায় সোচ্চার হতে হবে। এ আই পি এস ও রাজ্য কমিটি সাম্প্রদায়িক শক্তির এই আস্ফালনের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার কাজে অবিচল থাকবে।

| | | |
|---|---|---|
| **অঞ্জন বেরা** | **প্রবীর ব্যানার্জি** | **বিনায়ক ভট্টাচার্য** |
| **সাধারণ সম্পাদক (কোঅর্ডিনেটর)** | **সাধারণ সম্পাদক** | **সাধারণ সম্পাদক** |